যায়যায়দিন

তারিখ ১২ JUN 2013 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফের অশান্ত বেগম রোকেয়া প্রশাসনিক ভবনে তালা

রংপুর প্রতিনিধি

শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় ফের অশান্ত হয়ে উঠছে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি)। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এর আগের দিন সোমবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ বুধবার মৌন মিছিল কর্মসূচি পালন করবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ। এছাড়াও রয়েছে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বেরোবির সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল জলিল মিয়ার আমলে গণনিয়োগ পাওয়া ৩৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকাল ৯টার দিকে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে সেখানেই তারা অবস্থান করতে থাকেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত তাদের অবস্থান কর্মসূচি চলে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. একেএম নূর-উন নবী আন্দোলনরত কর্মকর্তা কর্মচারী ও নেতাদের সঙ্গে তার কার্যালয়ে একাধিকবার বৈঠক করেন। পরে ভিসির আশ্বাসে দুপুর আড়াইটার দিকে তারা অবস্থান কর্মসূচি তুলে নেন। আজ বুধবার পর্যন্ত অবস্থান রোকেয়া : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

রোকেয়া : অশান্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্মসূচি চালিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে বেরোবির চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আতিকুজ্জামান জানান, ছয় মাসের মধ্যে তাদের চাকরি স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল। এখনো হয়নি। অথচ ৩০ জুন তাদের অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এজন্য তারা স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন করছেন। আজ বুধবারের মধ্যে তাদের দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচি দেবেন বলে জানান তিনি।

এদিকে, গত সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা দিকে ক্যাম্পাসের পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বেরোবির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক নজরুল ইসলাম লাঞ্ছিত হন। এ নিয়ে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত রয়েছে। এ ঘটনার বিচার চেয়ে আজ বুধবার ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ। সংগঠনের আহ্বায়ক বাংলা বিভাগের প্রধান ড. সলোয় শরিফা ডিনা কর্মসূচির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এদিকে, এ ঘটনার জন্য তিনি অ্যাকাউন্টেট অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের শিক্ষক আপেল মাহমুদ ও বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড, তুহিন ওয়াদুদকে দায়ী করেছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিনা উসকানিতে তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। তিনি ভিসি, প্রক্টরিয়াল বডি, সব ডিন ও শিক্ষকদের কাছে নালিশ করেছেন। এ ব্যাপারে ড. তুহিন ওয়াদুদ বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষক রাষ্ট্রবিরোধী কথা-বার্তা লিখে একটি চিঠি লিখেছেন। যা রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল। এনিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল। তিনি শিক্ষক নজরুল ইসলামকে লাঞ্ছিত করার বিষয়টি অস্বীকার করেন।